দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 2 6 FEB 2005
পৃষ্ঠা কলাম

বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস

বিসিএস-এর লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। ২৫তম বিসিএস পরীক্ষার পঞ্চম দিনের সাধারণ জ্ঞান বিষয়ের ১০০ নম্বরের 'প্রাথমিক গণিত ও দৈনন্দিন বিজ্ঞান' আবশ্যিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। প্রকাশিত খবরে উল্লেখ করা হয়েছে, পরীক্ষা শুরুর আধ ঘন্টা আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগের একজন ছাত্র রমনা থানায় ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র সংযুক্ত করে একটি সাধারণ ডায়েরী করে। পরে দেখা গেছে, ঐ ডায়েরীতে সংযুক্ত প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষায় দেয়া প্রশ্নপত্র হুবহু এক। এছাড়া গত বুধবার রাতে ইনকিলাব অফিসে অজ্ঞাত নম্বর থেকে ফ্যাক্সের মাধ্যমে প্রেরিত ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষায় দেয়া প্রশ্নপত্রের সঙ্গে হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া গেছে। ইনকিলাবের রিপোর্ট মোতাবেক, এবার আংশিক নয়, শতভাগ প্রশ্নই ফাঁস হয়েছে। স্মরণ করা যেতে পারে, বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা এর আগেও ঘটেছে। ২৪তম বিসিএস'র প্রিলিমিনারী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে ঐ পরীক্ষাটি শেষ পর্যন্ত বাতিল করা হয়।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের এরূপ প্রমাণ মিললেও পিএসসি'র একজন সদস্য তা মানতে রাজি হননি। তিনি 'অভিযোগ' অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন, এর কোনো ভিত্তি নেই। সুতরাং পরীক্ষা বাতিল বা স্থগিতের সম্ভাবনা নেই। তিনি পাল্টা অভিযোগ করেছেন এই বলে যে, একটি মহল পিএসসি ও সরকারের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে মিথ্যা গুজব ও বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। জানা গেছে, পিএসসি'র এই সদস্য যাই বলুন না কেন, পিএসসি বিষয়টি আমলে নিয়েছে। এর চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে এ বিষয়ে দীর্ঘ বৈঠক হয়েছে।

পিএসসি কর্তৃপক্ষ থানা থেকে ডায়েরীর সঙ্গে সংযুক্ত প্রশ্নের কপিটি নিয়ে মূল প্রশ্নের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছে। খবরে বলা হয়েছে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা পিএসসি কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে অস্বীকার করলেও ভেতরে ভেতরে অনানুষ্ঠানিকভাবে এ জন্য বিজি প্রেসকে দায়ী করেছে। বিজি প্রেস কর্তৃপক্ষ এই দোষারোপ অস্বীকার করেছে। ওদিকে ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র নিয়ে ঢাকাসহ সারাদেশে মোটা অংকের বাণিজ্য হয়ে গেছে।

যে কোনো পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা দুঃখজনক ও অনভিপ্রেত। বিসিএস-এর প্রশ্নপত্র ফাঁসের ক্ষেত্রেও একথা একইভাবে প্রযোজ্য। জিজ্ঞাসার বিষয় এই যে, পিএসসি'র মত একটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এত গুরুত্বপূর্ণ একটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এভাবে ফাঁস হলো কিভাবে? বার বার ফাঁস হচ্ছে কিভাবে? প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে পিএসসি'র মর্যদা ও ভাবমূর্তির প্রশ্ন জড়িত। পিএসসি'র প্রতি মানুষ আস্থা রাখতে চায়, আশা করতে চায় অন্তত এই প্রতিষ্ঠানটিতে এরূপ দুষকর্মের ঘটনা ঘটবে না। অতীতে যেখানে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে এবং এজন্য গোটা পরীক্ষা পর্যন্ত বাতিল করতে হয়েছে, সেখানে কি যথেষ্ট সতর্কতা অনুসৃত হয়েছে যাতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়? এটি অবশ্যই একটি যৌক্তিক প্রশ্ন। এর জবাব পিএসসি কর্তৃপক্ষকেই দিতে হবে। যে কোনো পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরী থেকে নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে তা পৌছানো পর্যন্ত যে প্রক্রিয়া, তাতে এর মাঝখানে যে কোনো পর্যায়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস হতে পারে। আগে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটতো না বললেই চলে। কারণ, এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলো নৈতিকভাবে অনেক বেশী দায়বদ্ধ ছিল। এই নৈতিক দায়বদ্ধতা এখন দুঃখজনকভাবে কম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সুতরাং এখন সতর্কতা ও সাবধানতা শতভাগ থাকা উচিত। পাশাপাশি এ ধরনের দুষ্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। ধারণা করি, সতর্কতা ও সাবধানতার ঘাটতিই প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। এক্ষেত্রে দোষ একে অন্যের ঘাড়ে চাপানোর অবকাশ নেই। আমরা আশা করতে চাই, পিএসসি বিষয়টি ভালোভাবে আমলে নেবে এবং কিভাবে কোথা থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে তা খুঁজে বের করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। আমরা এ ব্যাপারে একটি অনুপুঙ্খ তদন্তের দাবী জানাই। আমাদের বিশ্বাস, উপযুক্ত তদন্তে সত্য উদ্ঘাটিত হবে। সে ক্ষেত্রে দোষী বা দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে পরীক্ষাটির ভাগ্যও নির্ধারণ করতে হবে। ভবিষ্যতে যাতে এরূপ ঘটনা আর না ঘটে সে জন্য পিএসসি যথাযথ পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা নেবে, এটাও আমরা প্রত্যাশা করি।